ড. এম. উমর চাপরা

ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

অনুবাদ
ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, ড. এ. কে. এম সালেহ উদ্দিন
খন্দকার রাশেদুল হক ও আমানুল্লাহ

সম্পাদনা
প্রফেসর ড. আতাউল হক প্রামাণিক
প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

APL
Academia Publishing House Ltd.

Academia Publishing House Ltd.

ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ
ড. এম. উমর চাপরা

অনুবাদস্বত্ব © এপিএল ২০২১
ISBN 978-984-35-0608-5

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল), কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স,
২৫৩/২৫৪, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা- ১২০৫, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল: চৈত্র ১৪২৭, শাবান ১৪৪২, এপ্রিল ২০২১

মূল্য: টাকা ৪০০.০০

Islam and the Economic Challenge
by M. Umer Chapra

Published by Academia Publishing House Limited (APL)
253/254, Concord Emporium Shopping Complex
Elephant Road, Kataban, Dhaka-1205, Bangladesh

Contacts
Cell: (+88) 01832 96 92 80, 01766 073 321, 01923 489 165
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

প্রকাশকের কথা

বর্তমান বিশ্বে ইসলামি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন এম. উমর চাপরা। এই বইয়ে তিনি প্রচলিত ও অতীতে অনুসৃত বিভিন্ন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মজবুত একাডেমিক ভিত্তি প্রদান করেছেন। তিনি একদিকে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত নানাবিধ অসংগতি আলোচনার পাশাপাশি কল্যাণকামী রাষ্ট্র ও উন্নয়ন অর্থনীতির দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং অপরদিকে তিনি ইসলামি বিশ্বদর্শনের আলোকে কৌশলগত নীতি প্রণয়ন, মানব সম্পদের উজ্জীবন ও উন্নয়ন, সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

এম. উমর চাপরা লিখিত *'Islam and the Economic Challenge'* বইটি ইংরেজিতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যুক্তরাজ্য ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ইউ.এস.এ-এর যৌথ উদ্যোগে। বইটি প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে বিআইআইটি ২০০০ সালে। বইটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তিনজন সাবেক সচিব সহ চারজন অভিজ্ঞ অনুবাদক। ওই সময় বইটি সম্পাদনা করেছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। বাংলা ভাষায় বইটি রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনীতির বাংলাভাষী পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ইসলামি অর্থনীতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

পরবর্তীতে ব্যাপক পাঠক চাহিদা ও আলোচনার ভিত্তিতে এর নতুন পরিমার্জিত সংস্করণের উদ্যোগ নেয় একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)।

এ সংস্করণে বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া-এর অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আতাউল হক প্রামাণিক। এছাড়া বইটিতে ব্যবহৃত ভাষা ও বানানরীতি পরখ করেছেন বিশিষ্ট চিন্তক ও প্রকাশক জনাব আহমদ হোসেন মানিক। তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

বইটি গবেষক, ছাত্র, শিক্ষক এবং সাধারণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক সকলকেই তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে এবং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে গভীর বিবেচনা ও চিন্তার খোরাক যুগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ড. এম আবদুল আজিজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড

সূচিপত্র

মুখবন্ধ xv
প্রারম্ভিক কথা xix
ভূমিকা xxi
চ্যালেঞ্জ xxi
দক্ষতা ও সাম্যভাব xxii
তিনটি প্রশ্ন xxiii
বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলের ভূমিকা xxiv
প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহ xxv
বিকল্প ইসলামি ব্যবস্থা xxvi
মাকাসিদ আল-শরিআহ xxvi
বিস্তীর্ণ ব্যবধান xxviii
এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে xxix
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা xxxi

প্রথম ভাগ
ব্যর্থ মতবাদ ও ব্যবস্থাসমূহ

প্রথম অধ্যায়
পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা ৩৫
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যুক্তি: সামঞ্জস্যতার দাবি ৩৬
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ওপর গুরুত্বারোপ ৩৮
জ্ঞানালোকের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ৩৮
বস্তুবাদ ও নির্ণয়বাদ ৩৯
অসফল প্রতিবাদ ৪০
নৈতিক ছাঁকনির ক্ষতি ৪২
উপযোগবাদ ৪২
কৌশলসমূহের ব্যর্থতা ৪৪
কতিপয় অসমর্থনযোগ্য ধারনা ৪৪

অর্থনীতির বিধিবিধান ৪৫
যৌক্তিক অর্থনৈতিক মানুষ ৪৫
নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদ/ দৃষ্টবাদ ৪৬
অর্থনীতিবিদ 'সে'-এর সূত্র ৪৬
সামাজিক ডারউইনবাদ ৪৬
তিক্ত ফলাফল ৪৯
অদক্ষ বণ্টন ব্যবস্থা ৫০
কী উৎপাদন করতে হবে ৫০
অবাস্তব অনুমিতিসমূহ ৫০
ব্যক্তিতাবাদী অগ্রাধিকার সামাজিক অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ৫০
সম-বণ্টনব্যবস্থা ৫২
দ্রব্যমূল্য চাহিদার প্রতিফলন ৫৪
পূর্ণ প্রতিযোগিতা ৫৪
অগ্রাধিকারের বিকৃতি ৫৫
কীভাবে উৎপাদন করা হবে ৫৭
উৎপাদনের মানদন্ড ৫৭
পূর্বশর্তসমূহ ৫৮
অপূর্ণ পূর্বশর্তসমূহ ৬১
অসম বণ্টনব্যবস্থা ৬৬
স্থিতাবস্থার পক্ষে যুক্তি ৬৭
প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ ৬৮
সন্দেহবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ৬৯
'*লেইসেজ-ফেয়ার*' ব্যবস্থার অবসান ৭১
সংস্কারের কণ্টকাকীর্ণ পথ: কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সূচনা ৭২
প্রাধিকার নির্ণয়ে ব্যর্থতা ৭৩
অর্থনৈতিক সমস্যা ৭৩
উভয় সংকট ৭৬
সামাজিক অনিষ্টকারিতা ৭৮
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ৮১

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজতন্ত্রের পশ্চাৎপসরণ ৮৯
মার্কসবাদ ৯০
বিশ্ববিক্ষণ ও কৌশল ৯০
জঙ্গি নাস্তিক্যবাদ ৯০
কৌশলের ভুল প্রয়োগ ৯২
ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তার ফলশ্রুতি ৯৬
ভ্রান্ত অনুমিতিসমূহ ৯৬
অনাস্থা ও আস্থা ৯৬
বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয়সাধন ৯৭
তথ্যের সহজ লভ্যতা ৯৮
ভর্তুকির সুফল ৯৯
বৃহদায়তন খামার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ১০১
তিক্ত ফলাফল ১০৪
অদক্ষ বরাদ্দব্যবস্থা ১০৪
অসম বণ্টন ব্যবস্থা ১০৬
মিথ্যা স্বপ্ন ১০৮
সংস্কারের জটিলতা ১১১
বাজার সমাজতন্ত্র ১১৫
ব্যর্থতা ও পতন ১১৬
রাজনৈতিক গণতন্ত্র ১১৬
মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব ও ঋণ ১১৭
সংস্কারের সমস্যা ১১৮
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ১২০
সোভিয়েত মডেল হতে বিচ্ছেদ ১২০
আপষকামী নীতিমালা ১২২
ভাবমূর্তির অবক্ষয় ১২৪
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ১২৫

তৃতীয় অধ্যায়

কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সংকট ১৩১
কৌশল ১৩২
ক. নিয়ন্ত্রণমুলক বিধিবিধান ১৩৩
খ. জাতীয়করণ ১৩৪
গ. শ্রমিক আন্দোলন ১৩৫
ঘ. রাজস্বনীতি ১৩৬
সরকারি ব্যয় ১৩৬
উচ্চমাত্রার কর এবং ঘাটতি ১৩৯
সমতাহীন (পক্ষপাতপূর্ণ) ভর্তুকি ১৪০
প্রগতিশীল করব্যবস্থা ১৪২
অব্যাহত বৈষম্য ১৪৩
ঙ. উচ্চ প্রবৃদ্ধি ১৪৪
চ. পূর্ণ কর্মসংস্থান ১৪৬
কৌশলের ব্যর্থতা ১৪৭
যৌক্তিক ভ্রান্তি ১৫০
আশার আলো ১৫৫
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ১৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়ন অর্থনীতির অসংগতি ১৬৫
দোদুল্যমান আনুগত্য ১৬৫
নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ১৬৭
সমাজতান্ত্রিক কৌশল ১৬৯
সুসম নীতির প্রতি অবহেলা ১৭১
অন্তঃসারশূন্য বিতর্ক ১৭৪
কৃষি বনাম শিল্প ১৭৫
আমদানি প্রতিস্থাপন বনাম রপ্তানি উন্নয়ন প্রসারণ ১৭৬
অপ্রত্যাশিত সমস্যাবলী ১৮১
মুদ্রাস্ফীতি ১৮২
ঋণের বোঝা ১৮৩

পরিকল্পনা বিষয়ক জটিলতা ১৮৪
নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির পুনারাবির্ভাব ১৮৫
গুরুতর প্রশ্ন ১৮৭
উদারীকরণের উপাদানসমূহ ১৮৯
ভুল উদাহরণ: শুধুমাত্র উদারনৈতিক মতবাদ নয় ১৯১
সরকারি ভূমিকা ১৯২
ভূমিসংস্কার এবং সম্পদ বণ্টন ১৯৩
সামাজিক সমতা ১৯৪
শ্রমনিবিড় পদ্ধতি ১৯৫
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ১৯৬
আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি প্রসারণ ১৯৭
নিম্নমাত্রার প্রতিরক্ষা ব্যয় ১৯৮
ভবিষ্যতের ছবি ১৯৮
হারানো সংগতি ২০২
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ২০৬

দ্বিতীয় ভাগ

বিকল্প ইসলামিক ব্যবস্থাসমূহ

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলামি বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল ২১৭
বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ২১৯
তাওহিদ (আল্লাহর একত্ব ও একতা) ২২০
খিলাফত ২২০
ক. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ২২৪
খ. সম্পদ একটি আমানত ২২৫
গ. সাদাসিধে জীবন পদ্ধতি ২২৬
ঘ. মানব স্বাধীনতা ২২৬
আদল (ন্যায়বিচার) ২২৭
ক. চাহিদা পূরণ ২২৮
খ. সম্মানজনক উপার্জনের উৎস ২২৯
গ. আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ২৩০
ঘ. প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা ২৩১

কর্মকৌশল ২৩১
ক. পরিশোধন পদ্ধতি ২৩২
খ. সঠিক প্রণোদনা ২৩৬
গ. আর্থ-সামাজিক ও আর্থিক পুনর্গঠন ২৪০
ঘ. রাষ্ট্রের ভূমিকা ২৪২
একটি ব্যাপকভিত্তিক প্রস্তাবনা ২৪৩
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ২৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

অস্থিরতা ২৫৩
রাজনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয় ২৫৩
অর্থনৈতিক পতন ২৫৪
হারানো সুযোগ ২৫৬
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ২৫৮
রাজনৈতিক বৈধতা ২৫৮
বৈধতার মানদণ্ড ২৫৯
সন্তুষ্টি পূরণের শর্তসমূহ ২৬২
*'উলামা'*দের ভূমিকা ২৬৩
নীতিমালার পুনর্গঠন ২৬৪
পঞ্চনীতিমালা ২৬৬
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ২৬৭

সপ্তম অধ্যায়

মানবসম্পদের উজ্জীবন ও উন্নয়ন ২৭১
উদ্বুদ্ধকরণ ২৭১
আর্থ-সামাজিক সুবিচার ২৭২
গ্রামীণ উন্নয়ন ২৭৩
শ্রম সংস্কার ২৭৩
ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী ও শেয়ারহোল্ডারদের ন্যায্য পাওনা প্রদান ২৭৫
উৎপাদক, রপ্তানিকারক ও ভোক্তাদের প্রতি ন্যায়বিচার ২৭৬
নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ২৭৬

সক্ষমতা ২৭৮
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ২৭৮
অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা ২৮০
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ২৮১

অষ্টম অধ্যায়
সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ হ্রাস করা ২৮৩
ভূমি সংস্কার ২৮৩
ভূমি দখলীস্বত্বের আকার ২৮৪
প্রজাস্বত্বের শর্ত ২৮৫
ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ (এসএমই) ২৮৮
সম্প্রসারিত মালিকানা ও কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ ২৮৯
যাকাত ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার পদ্ধতির সক্রিয়করণ ২৯০
যাকাত: সামাজিক আত্মসাহায্য কর্মসূচি ২৯০
উত্তরাধিকার ২৯৫
অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন ২৯৬
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ২৯৭

নবম অধ্যায়
অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ৩০১
ভোক্তার পছন্দের পরিবর্তন: দ্বৈত ছাঁকনির ব্যবস্থা ৩০১
নৈতিক ছাঁকনির প্রয়োজনীয়তা ৩০২
তিন প্রকার শ্রেণিবিন্যাস ৩০৩
প্রকৃত চাহিদাপূরণ সহজীকরণ (উদারীকরণ) ৩০৫
সরকারি অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন: অপচয়ে লাগাম দেয়া ৩০৭
ব্যয়ের অগ্রাধিকারসমূহ ৩০৭
ব্যয়ের নীতিমালা ৩০৮
কোথায় সংকোচন করতে হবে ৩১০
দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অপচয় ৩১১
ভর্তুকি ৩১১
সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩১৩

প্রতিরক্ষা	৩১৩
ন্যায়ানুগ ও সুদক্ষ করব্যবস্থা	৩১৫
করারোপের অধিকার	৩১৫
ন্যায়ানুগ করব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩১৬
করদাতাগণের দায়	৩১৮
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা	৩১৯
ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ	৩২০
ইসলামি পদ্ধতিতে ঘাটতি ব্যয়ের জন্য অর্থসংস্থান	৩২১
বেসরকারি হিতৈষী কর্মকাণ্ড	৩২১
সরকারের ভূমিকার ওপর প্রভাব	৩২২
বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন: প্রতিবন্ধক অপসারণ	৩২৪
যথাযথ বিনিয়োগ পরিবেশ	৩২৫
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা	৩২৫
মুদ্রামান অবমূল্যায়ন ও বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ	৩২৭
শুল্ক ও আমদানি বিকল্প	৩২৭
আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ	৩২৯
বৈদেশিক সম-মূলধন	৩২৯
উৎপাদনের আকৃতি পুনঃনির্ধারণ	৩৩০
কৃষি ও পল্লী সংস্কার	৩৩২
প্রতিকূল অবস্থা দূরীকরণ	৩৩২
অর্থায়ন	৩৩৩
আর্থ–সামাজিক পরিবর্তন	৩৩৩
বেকার ও অপূর্ণভাবে কাজে নিয়োজিতদের জন্য নতুন দিগন্ত	৩৩৪
চাহিদা সম্প্রসারণ সীমা	৩৩৪
ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা	৩৩৫
ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন (প্রসারণ)	৩৩৮
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা	৩৪০

দশম অধ্যায়
আর্থিক পুনর্গঠন ৩৪৯
সুষম মধ্যস্থতা ৩৪৯
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন ৩৫০
প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ ৩৫১
দক্ষ মধ্যস্ততা ৩৫৪
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ৩৫৬

একাদশ অধ্যায়
কৌশলগত নীতি পরিকল্পনা ৩৫৭

উপসংহার ৩৬১
হেঁয়ালি ৩৬১
দু'টি কারণ ৩৬২
ভবিষ্যতের কর্মসূচি ৩৬৩
ব্যর্থ কর্মকৌশলসমূহ ৩৬৪
ধনতন্ত্র ৩৬৪
সমাজতন্ত্র ৩৬৭
কল্যাণকামী রাষ্ট্র ৩৬৭
উভয়সংকট ৩৬৮
ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক সমন্বয় সাধন ৩৬৯
সমস্ত উপাদনের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার ৩৭০
নিওক্লাসিক্যাল সমন্বয় নয় ৩৭২
কাজের অতি প্রয়োজনীয়তা ৩৭৩
নোট ও তথ্যনির্দেশিকা ৩৭৬

আরবি শব্দকোষ ৩৭৯

গ্রন্থপঞ্জী ৩৮১

মুখবন্ধ

সমাজতন্ত্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির পতনের পর সকলের কাছে মানবসভ্যতার মতাদর্শিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয়। এটি কি ইতিহাসের যবনিকাপাত ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিপর্যয় এবং পশ্চিমা পুঁজিবাদের সমর্থক অতি উৎসাহী লোকদের দাবি অনুযায়ী পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদারবাদের দ্ব্যর্থহীন বিজয়, না তা ইতিহাসের গতিধারায় ক্রমঃপতনশীল অবস্থার একটি পর্যায় মাত্র? যদি সমাজতন্ত্র তার নিজস্ব অসংগতি ও অসমতার ভারে ন্যুব্জ হয়ে থাকে তাহলে এটি কী প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদ তার ঐতিহাসিক অসংগতি, অবিচার ও ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে? যদি পুঁজিবাদের কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যর্থতার জন্য বিকল্প হিসেবে আংশিকভাবে হলেও সমাজতন্ত্রের উত্থান ঘটে থাকে তাহলে তা ব্যর্থ হলো কেন, এ ব্যর্থতা কি অলীক? সমাজতন্ত্রের বিশাল সৌধ ভেঙে চুরমার হওয়ার প্রেক্ষাপটে মানুষের মন ও বিবেকের দুয়ারে জটিল প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে।

'ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ' বইটি এসব প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করার জন্য একটি সময়োচিত প্রচেষ্টা। এতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যথার্থ উত্তর খুঁজে বের করার জন্য পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই, বরং অন্যান্য ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও এর সীমা বিস্তৃত হতে পারে। মানব জাতির সামনে একটি বৈপ্লবিক সুযোগ উন্মোচিত হতে পারে যদি কারো অনুসন্ধিৎসু মন আন্তরিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতার সাথে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যকে পরীক্ষা করে দেখেন, যাতে তারা ইসলামি আদর্শের আলোকে এ যুগের অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব সন্তোষজনকভাবে দিয়েছেন।

মানবজাতি পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে বিগত তিনশ বছরে চারটি প্রধান অর্থনৈতিক মতাদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। সেগুলো পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী-ফ্যাসিবাদ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র। এসব মতবাদই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতা প্রাসঙ্গিক নয়; বরং অথনৈতিক বিষয়াদি অর্থনৈতিক আচরণের সূত্র দ্বারাই সমাধান করা যায় এবং নৈতিক সামাজিক বিধিবিধান এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পুঁজিবাদ তার সৌধ নির্মাণ করেছিল বল্গাহীন ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, মুনাফার অভিপ্রায় ও বাজারব্যবস্থার

প্রারম্ভিক কথা

প্রায় সকল মুসলিম দেশেই চলমান ইসলামি পুনর্জাগরণের প্রেক্ষিতে একটি সমন্বিত কর্মসূচি রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মানব জাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যে সংকট মোকাবিলা করছে তা উত্তরণে ইসলামকে একটি কল্যাণমুখী ব্যবস্থা উপহার দিতে হবে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বহির্দেশীয় ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলা করছে। এজন্য এমন একটি বিশেষ কৌশল গ্রহণ করতে হবে যাতে এ দু'য়ের ব্যবধানকে নিয়ন্ত্রণসাধ্য সীমার মধ্যে আনা সম্ভব। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব। মুসলিম দেশগুলো কি ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং কল্যাণকামী রাষ্ট্রের বিশ্ববিপণনের আওতায় কোনো কৌশল প্রণয়ন করতে পারে? ইসলাম কি তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে? যদি তাই হয় তাহলে ইসলামি শিক্ষায় কোন্ ধরনের নীতিমালা নিহিত রয়েছে? এ গ্রন্থে এসব বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়াটি ইসলামি ও প্রচলিত অর্থনীতির প্রায় ডজনখানেক স্কলারের কাছে প্রেরণ করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন: সৌদি আরবের ড. এম আনাছ জারকা, ড. এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ড. মুনাওয়ার ইকবাল এবং ড. ফাহীম খান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রফেসর কেনেথ বোল্ডিং, প্রফেসর ইভার্ট হেগেন, প্রফেসর ফ্রাংক ভোগেল এবং যুবায়ের ইকবাল, যুক্তরাজ্যের প্রফেসর রডনী উইলসন এবং প্রফেসর জন প্রিসলী, জার্মানীর প্রফেসর নিয়েনহাস এবং পাকিস্তানের প্রফেসর খুরশীদ আহমদ। সকলেই তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে যত্নসহকারে আমার পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছেন এবং মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন, এজন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের পরামর্শের আলোকে আমি পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছি। ফলশ্রুতিতে মূল অভিসন্দর্ভ অপরিবর্তিত থাকলেও তাদের মতামতের আলোকে সম্পাদনার ফলে এটি আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

আমি বিশেষ করে ড. জারকা, ড. সিদ্দিকী, ড. মুনাওয়ার ইকবাল এবং প্রফেসর বোল্ডিং-এর তীক্ষ্ম সমালোচনা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি এবং তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। প্রথমোক্ত তিনজন সৌদি আরবে বসবাস করার সুবাদে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে মূল্যবান সময় দিয়েছেন। এরূপ আলোচনার ফলে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পরিধি যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি ইসলামি নীতি কৌশলের যুক্তিকে জোরদার করতেও সহায়ক হয়েছে।

সুতরাং পাঠকগণ যদি বইটিকে মূল্যবান বলে বিবেচনা করেন তাহলে এর কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য অংশ উপরে উল্লিখিত স্কলারদের প্রাপ্য হবে। অবশ্য

প্রথম ভাগ

ব্যর্থ মতবাদ ও ব্যবস্থাসমূহ

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

(سورة النجم – ٢٩)

অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষো করে চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

(কুরআন, ৫৩: ২৯)

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

(سورة الإنسان– ٢٧)

নিশ্চয়ই এরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং এরা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে।

(কুরআন, ৭৬: ২৭)

প্রথম অধ্যায়
পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা

একদিকে প্রাণহীন বিশাল প্রাচুর্য, অন্যদিকে দারিদ্র্য
প্রকৃতপক্ষে গভীর বিশৃঙ্খলারই প্রকাশ ও চিহ্ন।

- টিবর সিটোকভস্কি[১]

ক্লাসিক্যাল '*লেইসেজ-ফেয়ার*' ধারণা সম্বলিত পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বর্তমানে কোথাও নেই। শতাব্দীকাল ধরে এর পরিমার্জন ও পরিবর্তন ঘটেছে। পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলো, বিশেষত অর্থনীতির উপর এর বিরূপ প্রভাব দূর করার জন্য বিভিন্ন সরকার সংশোধনমূলক বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে পুঁজিবাদ তার আকর্ষণীয় আবেদন অব্যাহত রেখেছে। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা, অর্থনীতিতে সরকারের বিশাল ভূমিকার নেতিবাচক ফলাফল এবং কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির কারণে পুঁজিবাদের আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। উদারনীতিবাদ বা 'স্বল্পতম' সরকারি হস্তক্ষেপ সম্বলিত ক্লাসিক্যাল মডেলে প্রত্যাবর্তনের প্রতি সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের আহবান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত জগতেই নয়, বরং তৃতীয় বিশ্বের বৃহদাংশে ও প্রাক্তন কমিউনিস্ট দেশসমূহে এ ধরনের চিন্তাধারা অর্থনৈতিক নীতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। এমতাবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যৌক্তিকতা কতটুকু, কোন্ উপাদানগুলো এর বিকাশে সহায়তা করেছে, এ ব্যবস্থা দ্বারা এর সাফল্য হিসেবে দাবিদার ও বহুল প্রচারিত উৎপাদন দক্ষতা এবং একই সাথে সম্পত্তি অর্জন করা সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখা বাঞ্ছনীয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংশোধনমূলক পদক্ষেপের কতিপয় অংশ বর্তমান অধ্যায়ে এবং 'কল্যাণকামী রাষ্ট্র' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে বাকি অংশ আলোচিত হয়েছে।

পুঁজিবাদের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে: (ক) পুঁজিবাদ ব্যক্তি মানুষের পছন্দের ভিত্তিতে সম্পদ বৃদ্ধি ও পণ্য উৎপাদন এবং চাহিদা পূরণকে মানব কল্যাণের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে; (খ) পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যক্তিমালিকানা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণে 'অবারিত স্বাধীনতাকে' অপরিহার্য মনে করে; (গ) পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক সম্পদ বণ্টনে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদক শ্রেণি কর্তৃক বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অত্যাবশ্যক মনে করে; (ঘ) উৎপাদন দক্ষতা বা ন্যায়সঙ্গত